

20059 - ঈমানী দুর্বলতার কারণ

প্রশ্ন

কোন কোন সময় আমি নিজের ঈমানের মধ্যে কিছু সমস্যা অনুভব করি। আমি জানি এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে। আপনি কি আমাকে এমন কিছু ঘটনা উল্লেখ করতে পারেন যগুলো ঈমানকে মজবুত করবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

মানুষকে কখনো কখনো গাফলতি পয়ে বসে তখন তার ঈমান দুর্বল হয়ে যায়। এর প্রতিকার হচ্ছে- অধিক পরমাণে ইসতগিফার করা, সর্বদা আল্লাহর যিকির করা, বুঝে বুঝে ও স্থিরমনে কুরআন তলোওয়াত করা, কুরআন অনুযায়ী আমল করা। এর মাধ্যমে অন্তরের গাফলতি দূর করা যাবে, অন্তরকে সজাগ রাখা যাবে। সুতরাং আল্লাহর দোহাই অধিক হারে নকেরি কাজ করুন।

ঈমানী দুর্বলতার অনেকেগুলো কারণ আছে; যমেন-

এক: আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞতা ঈমানের কমতি অবধারতি করে দেয়। কারণ যে মানুষ আল্লাহর নাম ও গুণাবলী জানে না তার ঈমানে ঘাটতি থাকে।

দুই: আল্লাহর কাউনি (চরিয়ত) ও শরয়ি নির্দেশন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা না করা। এর ফলে ঈমানের কমতি ঘটে। নদিনেপক্ষে এর ফলে ঈমানে জড়তা আসে, ঈমান বৃদ্ধি পায় না।

তনি: গুনাতে লিপ্ত হওয়া। কারণ মানুষের অন্তর ও ঈমানের উপর গুনাহর অনেকে নতেবাচক প্রভাব রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয় সাল্লাম বলছেন: “কোন যনিকারী যখন যনি করে তখন তার ঈমান থাকে না”[সহি বুখারি (২৪৭৫) ও সহি মুসলিম (৫৭)]

চার: আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ করা। কারণ আল্লাহর আনুগত্য ত্যাগ ঈমানে কমতির কারণ। যদি অনাদায়কৃত আনুগত্যটি

ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব

আল মুনায্জিদ

মহাপরিচালক:শাইখ মুহাম্মদ সালেহ

ফরজ শ্রণীর হয় এবং বিনা ওজর সটো ত্যাগ করা হয় তাহলে এর জন্য বান্দাকে তরিস্কার করা হবে ও শাস্ত দিয়ো হবে। আর যদি ফরজ শ্রণীর না হয় অথবা ওজর করে ত্যাগ করে থাকে তাহলে সটোও ঈমানেরে কমত; কিন্তু এর জন্য তরিস্কার করা হবে না। [শাইখ উছাইমীনরে ফতোয়া ও পুস্তকাসমগ্র (১/৫২)]

প্রশ্নকারী বোন, আমরা আপনাকে বুঝে বুঝে বেশি পরিমাণে কুরআন তলোওয়াত করার পরামর্শ দিচ্ছি। কুরআন তলোওয়াতের মাধ্যমে আপনার অন্তরে যা কিছু উদ্ভব ঘটে সেগুলো দূর হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আমি কুরআনে এমন বিষয় নাযলি করি যা নারীময়কারী এবং মুমনিরে জন্য রহমত।” [সূরা ইসরা, আয়াত: ৮২]

অনুরূপভাবে আমরা আপনাকে বুঝে বুঝে নবীদরে কাহিনী পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়েরে অন্তরকে প্রশান্ত করার জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনে নবীদরে কাহিনীগুলো উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আমি রিসুলগণেরে সব বৃত্তান্তই আপনাকে বলছি, যদ্বারা আপনার অন্তরকে মজবুত করছি। আর এভাবে আপনার নিকট মহাসত্য এবং ঈমানদারদের জন্য ওয়াজ ও স্মরণিকা এসছে।” [সূরা হুদ, আয়াত: ১২০]

আমরা আপনাকে 14041 নং প্রশ্নোত্তরটি পড়ার পরামর্শ দিচ্ছি।

হে আল্লাহ! আপনি ঈমানকে আমাদের নিকট প্রিয় করে দনি এবং ঈমানকে আমাদের অন্তরে সুশোভিত করে দনি। কুফর, পাপাচার ও আপনার অবাধ্যতাকে আমাদের নিকট অপছন্দনীয় করে দনি এবং আমাদেরকে সুপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করে দনি।